যুগান্তর

তারিখ ... 01 DEC 2013 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... 2 ...

টানা ১১ দিন অবরুদ্ধ দুই প্রো-ভিসি

জাবি ভিসির পক্ষে-বিপক্ষে শিক্ষকদের কর্মসূচি

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগ দাবিকে কেন্দ্র করে ভিসির পক্ষে-বিপক্ষে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষকদের পৃথক দুটি গ্রুপ। ভিসির পদত্যাগ দাবিতে শনিবার প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশ করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম। অন্যদিকে আধিপত্য-অবরুদ্ধমুক্ত, শিক্ষাঙ্গন ও জবাবদিহিমূলক বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সচলের জন্য ছয় দফা দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বাঁচাও আন্দোলনের ব্যানারে আন্দোলন করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মঞ্চ। এতে শিক্ষক মঞ্চ ছাড়াও শিক্ষক পর্ষদ, নীল দল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া টানা ১১ দিন ধরে প্রশাসনিক ভবনে নিজ কার্যালয়ে দুই প্রো-ভিসি অবরুদ্ধ রয়েছেন। তবে ক্লাস-পরীক্ষা ও পরিবহন ধর্মঘটের আওতামুক্ত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। আন্দোলনের মধ্যেও জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ, ইংরেজি, বাংলা, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসহ বেশ কয়েকটি বিভাগে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জানা যায়, ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগ দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মসূচি : পৃষ্ঠা ৭ ক্লাম ৭

কর্মসূচি : পক্ষে-বিপক্ষে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ভবনের সামনে সকাল সাড়ে ১১টায় সমাবেশ করে ঐক্য ফোরাম। এতে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে বক্তারা ভিসিকে পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। ঐক্য ফোরামের আহ্বায়ক অধ্যাপক হানিফ ত্রাসী বলেন, 'অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।'

এদিকে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক মঞ্চের আয়োজনে 'জাহাঙ্গীরনগর বাঁচাও আন্দোলন' নামে সমাবেশ শহীদ মিনারের পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সংকট নিরসনে শিক্ষকরা ৬টি দাবি জানায়। দাবিগুলো হচ্ছে— ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সব সংগঠনের সহাবস্থান এবং সমান রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক অভিব্যক্তি নিশ্চিত করা, ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করে ডাকসু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চর্চাকে অব্যাহত রাখা এবং কোনো গোষ্ঠী-আধিপত্য দিয়ে একে প্রতিহত না করা, ক্লাস-পরীক্ষাকে সব ধরনের আন্দোলন-কর্মসূচির বাইরে রাখা, ও অবিলম্বে নির্বাচনের মাধ্যমে মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট প্রতিনিধিদের হালনাগাদ করা, স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার বন্ধ করা ও শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। এ সমাবেশেই ভিসিবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষক সমিতিকে ব্যবহারের অভিযোগ করে সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্যপদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তিন শিক্ষক। তারা হলেন সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. কেএম মহিউদ্দিন, ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক মোঃ ফজলুল করিম পাটোয়ারী ও নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের আমিনুল ইসলাম দুর্জয়। পদত্যাগকারী শিক্ষকরা বলেন, আমাদের মতামতকে উপেক্ষা করে শিক্ষক সমিতিকে ভিসিবিরোধী আন্দোলনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার বলেন, শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তগুলো সবার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছে। তাদের পদত্যাগের কথা শুনেছি, আমার কাছে এখনও তাদের লিখিত কাগজ আসেনি।